কর্মকর্তাদের গাফিলতি ও অদক্ষতা

শিক্ষা উপবৃত্তি বিতরণ তিন বছর ধরে বন্ধ

সংবাদ : রাকিব উদ্দিন

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ২৯ অক্টোবর ২০১৯

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণে শিক্ষায় উপবৃত্তি বিতরণে ‘হযবরল’ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তিন বছর ধরে একটি প্রকল্পের অধীনে ২৫০টি উপজেলায় উপবৃত্তি বিতরণ বন্ধ রয়েছে। প্রকল্প কর্মকর্তার অদক্ষতায় অপর এক প্রকল্পের আওতায় ১৮৭টি উপজেলায় গত বছরের উপবৃত্তি বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে দেশের প্রায় অর্ধেক অংশে অস্বচ্ছল পরিবারের প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করতে হিমশিম খাচ্ছে। উপবৃত্তি কার্যক্রমের বেহাল অবস্থা জেনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে দুটি উপবৃত্তি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। উপবৃত্তি প্রকল্পগুলোসহ অন্য প্রকল্পগুলোকে (মোট ২৪টি স্কিম) ‘সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’ (এসইডিপি)-এর অধীনে নেয়ার কারণেই উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রকল্প কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

উপবৃত্তি বিতরণ বন্ধ থাকায় অনেক শিক্ষার্থী অর্থের কারণে লেখাপড়া করতে না পেরে ঝরে পড়ছে বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাউশির অধীনে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন (১৪টি) প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে গতকাল সকালে মাউশিতে এক সভা চলছিল। সভা চলাকালীন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আকস্মিক উপস্থিত হন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের খোঁজখবর নেন। এ সময় উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ও কয়েকটি প্রকল্পের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় বলে সভায় উপস্থিত একাধিক কর্মকর্তা সংবাদকে জানিয়েছেন।

দুই প্রকল্পের দুর্নীতি তদন্তের নির্দেশ :

মাউশি সভায় ‘ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ’ (এনএএএনডি) প্রকল্প এবং ‘আইসিটি’র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়)’ প্রকল্পের দুর্নীতির বিষয়েও কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি ওই দুটি প্রকল্পের শুরু থেকে সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেয়ার জন্য মাউশি মহাপরিচালকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে আইসিটি প্রকল্পের কর্মকর্তা উন্মুক্ত দরপত্রের নামে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা উপকরণ কেনার পাঁয়তারা করছেন। এতে মোটা অংকের কমিশন

বাণিজ্য ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। কয়েকটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ওই দরপত্র বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

‘উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প’র প্রকল্প পরিচালকের (পিডি) রুটিন দায়িত্বে থাকা উপপ্রকল্প পরিচালক শ ম সাইফুল আলম সভায় জানান, সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্টের (সেকায়েপ) অর্থায়নে ‘উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের’ অধীনে সারাদেশের ২৫০টি উপজেলায় উপবৃত্তি বিতরণ করা হতো। ২০১৭ সালের জুন থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ২০১৭ সালের জুনে সেকায়েপ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ হলেও ২৫০টি উপজেলায় উপবৃত্তি বিতরণের জন্য কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় ওইসব উপজেলার শিক্ষার্থীরা কোন উপবৃত্তি পাচ্ছে না।

এই প্রকল্পের অধীনে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা জনপ্রতি ১৭৫ টাকা ও অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা জনপ্রতি ১২৫ টাকা করে মাসে উপবৃত্তি পেয়ে আসছিল। এছাড়া বই কেনা বাবদ বছরে এককালীন বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ৭০০ টাকা ও অন্য বিভাগের শিক্ষার্থী ৬০০ টাকা পেত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেকায়েপ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হওয়ার পরপরই উপবৃত্তি প্রকল্পের অধীনে এ কার্যক্রম চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সে অনুযায়ী ডিপিপি (প্রকল্প দলিল) পূণর্গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

কয়েকজন কর্মকর্তা বারবার এ কার্যক্রম ঝুলিয়ে রাখেন। সর্বশেষ এটিকে একনেক সভার অনুমোদনের জন্য গত জুনে পরিকল্পনা কমিশনেও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পটি এসইডিপির উপবৃত্তি স্কিমের অর্ন্তভুক্ত হবে মর্মে এ প্রকল্পের প্রি-একনেক সভা বাতিল করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও এসইডিপির প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর জাবেদ আহমেদ গত ৮ আগস্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর এক চিঠিতে বলেন, ‘এসইডিপি’র বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ অনুমোদিত স্কিমের আওতায় বাস্তবায়িত হবে। এ প্রেক্ষিতে মাউশির অধীন সব উপবৃত্তি কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য ‘সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি’ শীর্ষক স্কিমটি জুলাই-২০১৮ হতে জুন-২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ৩০ জুন অনুমোদিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সমাপ্ত উপবৃত্তি প্রকল্পসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে ‘সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি’ স্কিমের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার শিক্ষার্থীরা স্কিমের আওতায় অনুমোদিত উচ্চহারে উপবৃত্তি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। এমতাবস্থায় সম্প্রতি সমাপ্ত উপবৃত্তি প্রকল্পসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধি না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।’

এই চিঠির বিষয়টি গতকাল সভায় উপস্থাপন করা হলে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মন্ত্রী বলেন, ‘এসইডিপি কী

করছে না করছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। উপবৃত্তি বন্ধ থাকলে তো অস্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাবে।' এ সময় শিক্ষামন্ত্রী এসইডিপির কার্যক্রম নিয়ে আজ সকালে জরুরি বৈঠকের আয়োজন করতে মাউশি মহাপরিচালকে নির্দেশ দেন।

এসইডিপির কার্যক্রম নিয়ে গত ১৫ অক্টোবর দৈনিক সংবাদে 'শিক্ষা প্রশাসনে মেগাপ্রকল্পের নামে হরিলুটের তোড়জোড়' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।

মাউশি সভায় গতকাল 'মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প ২য় পর্যায়ের উপপ্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জানান, প্রকল্পটি গত জুনে সমাপ্ত হয়েছে। ওই প্রকল্পটি যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে তার জন্য প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর (৩০ জুন, ২০২০) পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করে প্রকল্প দলিল সংশোধিত আকারে প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। সে মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রি-একনেক সভার তারিখ (গত ৮ আগস্ট) নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ওই সভার দিন কার্যসূচি হতে প্রকল্পটিকে বাদ দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তা এ বিষয়ে নিঃশুচপ থাকেন।

এই প্রকল্পের অধীনে ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা জনপ্রতি মাসে ১১৫ টাকা এবং ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ১৩৫ টাকা এবং ৯ম ও ১০ম

শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা জনপ্রতি মাসে ১৭০ টাকা পেত। এছাড়া পরীক্ষা ফি বাবদ বছরে এককালীন ৭৫০ টাকা পেত একজন শিক্ষার্থী।

উপবৃত্তি বিতরণে অদক্ষতার শাস্তি পুরস্কার!
মাউশি সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প ২য় পর্যায়ের পিডি ছিলেন উপসচিব শরিফ মুর্তজা। তার গাফিলতির কারণে এই প্রকল্পের অধীনে ১৮৭টি উপজেলায় গত বছরের উপবৃত্তি এখনও বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতার জন্য তাকে শাস্তি না দিয়ে উল্টো পুরস্কৃত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাকে আরো বড় পদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাকে সম্প্রতি এসইডিপির 'সমন্বিত উপবৃত্তি স্কিমের' পরিচালক করা হয়েছে। শরিফ মুর্তজা গত ২৭ অক্টোবর এসইডিপিতে যোগদান করেন।

গাড়ি বিলাস :
এদিকে মাউশির প্রশাসন শাখা সূত্রে জানা গেছে, 'উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের' পিডি ছিলেন যুগ্ম সচিব (সম্প্রতি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন) মাহাবুবুর রহমান। তিনি নিজ প্রকল্পের জটিলতা নিরসন করতে না পেরে গত ৯ সেপ্টেম্বর একটি সংস্থার প্রধান হিসেবে বদলি হয়ে যান। অন্য সংস্থায় বদলি হয়ে যোগদান করলেও পূর্বের প্রকল্পের গাড়ি ছাড়তে চাননি; যদিও পুরাতন কর্মস্থল ত্যাগের প্রাক্কালে গাড়িসহ যাবতীয় মালামাল তিনি কাগজে-কলমে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু নতুন

যোগদানকৃত সংস্থার গাড়ির পাশাপাশি পূর্বের প্রকল্পের গাড়িটিও ব্যবহার করেন। এ নিয়ে বেশ বিপাকে পড়ে মাউশি মহাপরিচালক। বারবার বলার পরও গাড়ি ফেরত দিচ্ছিলেন না পিডি। সর্বশেষ গতকাল বিকালে তিনি মাউশিকে গাড়িটি বুঝিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।